কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 2017
পৃষ্ঠা 0 কলাম 2

বুয়েট-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও মাদকের ছোবল

- মাদকসেবী শিক্ষার্থী, কর্মচারী, বহিরাগত, ছাত্রলীগের কয়েক নেতা ও পুলিশের কিছু সদস্যের মদদে গড়ে উঠেছে মাদকের আস্তানা
- ১০ মাসে ৩৫ মামলা, গত ছয় মাসে আটক ৫০ জনেরও বেশি

রফিকুল ইসলাম ▷

সন্ধ্যা নামলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) আবাসিক হলগুলোর বিভিন্ন কক্ষে বসে মাদকের আড্ডা। বন্ধ কক্ষগুলো থেকে ভেসে আসে গাঁজা ও ইয়াবার উৎকট গন্ধ। হলগুলোর ছাদেও একই চিত্র। আবাসিক হল পেরিয়ে আশপাশের এলাকার উদ্যান, খেলার মাঠ ও বিভিন্ন চত্বরে গেলেও এখানে-সেখানে মাদকাসক্ত তরুণদের জটলা চোখে পড়বে। মাদকের ভয়াল থাবায় দেশের শীর্ষ দুই বিদ্যাপীঠের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন তছনছ হয়ে যাচ্ছে। তারা পরীক্ষায় ফল খারাপ করছে, শিক্ষাজীবনে বিরতি পড়ছে, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং নেশার টাকা জোগাড় করতে জড়িয়ে পড়ছে চুরি-ছিনতাইসহ নানা অপরাধে।

শিক্ষার্থীরা শুরুতে কৌতূহল থেকে নেশার জগতে ঢুকলেও পরে চক্রে বাঁধা পড়ে যায়। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্টরা দায়ী করছেন মাদকের সহজলভ্যতাকে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই হাত বাড়ালেই মেলে নানা উপকরণ। ওত পেতে থাকে মাদক কারবারিরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাঝেমধ্যে অভিযান চালায়, পুলিশ কারবারিদের আটক করে; কিন্তু থামে না মাদক বাণিজ্য। পুলিশ বলছে, আটকের পর নানা জায়গা থেকে প্রভাবশালীদের ফোন আসে। চাপে পড়ে পুলিশ অনেক সময় অভিযুক্তদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাজু নামের চিহ্নিত এক মাদক কারবারিকে ধরিয়ে দিতে ছবিসহ পোস্টার টাঙিয়েছে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা। সেই পোস্টারে রাজুর দুই সহযোগী শুভ ও অর্ণবের নামও রয়েছে। সর্বশেষ গত সপ্তাহেও গাঁজা নিয়ে বিতর্কের জের ধরে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পর বুয়েট কর্তৃপক্ষ রাজুসহ ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। নিরাপদ ক্যাম্পাসসহ আট দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা।

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে এবং সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের টার্গেট করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের চারপাশে গড়ে উঠেছে মাদকের আস্তানা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চানখাঁরপুল মোড়, পলাশী, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট, আনন্দবাজার, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ও নিউ মার্কেট এলাকায় রয়েছে মাদকের আস্তানা। অবাধে বিক্রি হচ্ছে ফেনসিডিল, ইয়াবা ও গাঁজা। এসব আস্তানা গড়ে ওঠার পেছনে হাত রয়েছে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদকসেবী কিছু শিক্ষার্থীর। তাদের সঙ্গে জোট বাঁধে আশপাশের বহিরাগতরাও। তারা দলবেঁধে ক্যাম্পাসে মাদক সেবন করে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতাও মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মচারীও মাদক কারবারে জড়িত। পুলিশের বিরুদ্ধেও টাকা নিয়ে এ কারবারে মদদ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ছিন্নমূল শিশু-কিশোর ও রিকশাচালকদের মাধ্যমে আস্তানা থেকে মাদক বেচাকেনা চলে।

শাহবাগ থানা সূত্র জানায়, গত ছয় মাসে ৫০ জনেরও বেশি মাদকসেবী ও বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রও ছিল। চলতি বছর এ পর্যন্ত মাদকসংশ্লিষ্ট মামলা হয়েছে ৩৫টি। মাদক কারবারিদের আটক করে মামলা দিলেও ছাড়া পেয়ে তারা আবারও একই কাজে জড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ মামলাটি হয়েছে গত ২৭ অক্টোবর চকবাজার থানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারির ঘটনায়।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫